যুক্তরাজ্যে ঠাঁই পাচ্ছে চীনের হুয়াওয়ে

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প চোখ কম রাঙাননি। তা পরোয়া না করে চীনের হুয়াওয়েকে আমন্ত্রণ জানালেন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী বরিস জনসন। ‘সীমিত’ আকারে হলেও এত এত নিরাপত্তা শঙ্কা উপেক্ষা করে যুক্তরাজ্যে ফাইভ-জি নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণে ঠাঁই পাচ্ছে হুয়াওয়ে।

নিউইয়র্ক টাইমসের প্রতিবেদন অনুযায়ী, হুয়াওয়ের উচ্চগতির ফাইভজি ওয়্যারলেস নেটওয়ার্ক ব্যবহার থেকে নিজেদের বিরত রাখবে না ব্রিটেন। যুক্তরাষ্ট্রের চাপ সত্ত্বেও i কিছু শর্ত সাপেক্ষে হুয়াওয়ের প্রতি নিজেদের আস্থার কথা পুনর্ব্যক্ত করেছে দেশটি। এর ফলে ইউরোপে এখন আশার আলো দেখছে হুয়াওয়ে।

গতবছর হুয়াওয়েকে জাতীয় নিরাপত্তার জন্য হুমকি অভিযোগ করে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে ট্রাম্প প্রশাসন। এরপর থেকেই যুক্তরাষ্ট্র তার মিত্র রাষ্ট্রগুলোকে হুয়াওয়ের কাছ থেকে টেলিযোগাযোগ যন্ত্রপাতি না কেনার জন্য চাপ দিতে থাকে।

ব্রিটিশ সরকারের পক্ষ থেকে জানানো হয়, তারা আগামী বছরগুলোতে পরবর্তী প্রজন্মের ফাইভজি নেটওয়ার্কের কিছু অংশ স্থাপনে হুয়াওয়ের কাছ থেকে সাহায্য নেবে। যেসব দেশকে যুক্তরাষ্ট্র হুয়াওয়ের প্রযুক্তি ব্যবহার না করতে চাপ দিচ্ছিল তাদের জন্য কিছুটা স্বস্তির খবর এটি।

ন্যাশনাল সিকিউরটি কাউন্সিলের সঙ্গে ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী বরিস জনসনের সাক্ষাতের পর ব্রিটিশ সরকার এই ঘোষণা দিয়েছে। এ সময় হুয়াওয়ের নাম নির্দিষ্ট করে উল্লেখ করা হয়নি। ট্রাম্প প্রাশাসন বরিস জনসনের এই সিদ্ধান্তে ‘হতাশা’ প্রকাশ করেছে। রয়টার্স

আরো পড়ুন - প্রধানমন্ত্রী ইতালি সফরে যাচ্ছেন আজ

চীনে অ্যাপলের স্টোর বন্ধ করার সিদ্ধান্ত

চীনে করোনাভাইরাসের প্রকোপ বেড়েই চলেছে। সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে মৃতের সংখ্যা বাড়ছেই। এখন পর্যন্ত ১৩২ জন মারা গেছে। আক্রান্ত হয়েছে প্রায় ছয় হাজার।

এমন পরিস্থিতিতে চীনে একটি স্টোর বন্ধ করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক বহুজাতিক প্রযুক্তি সংস্থা অ্যাপল। একই সঙ্গে চীন ভ্রমণের ক্ষেত্রেও সতর্ক করেছে প্রতিষ্ঠানটি।

অ্যাপল জানিয়েছে, চীনে তাদের ভোক্তার সংখ্যা কমে গেছে। লোকজন এখন বাড়ির বাইরে বের হচ্ছে না। এছাড়া কর্মীদের এই ভাইরাসে আক্রান্তের সম্ভাবনা থাকায় তারা স্টোর বন্ধ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে ভ্রমণের ক্ষেত্রেও সীমাবদ্ধতা আরোপ করা হয়েছে।

উহান এবং চীনের অন্যান্য শহরে যেখানে নিজেদের কর্মীরা রয়েছে তাদের মধ্যে কেয়ার কিট সরবরাহ করছে অ্যাপল।

এর আগে অপ্রয়োজনে চীন ভ্রমণে কর্মীদের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুক। প্রতিষ্ঠানটির এক মুখপাত্র জানিয়েছেন, নিজেদের কর্মীদের ভাইরাসের প্রকোপ থেকে রক্ষা করতে এমন পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।

একই সঙ্গে যেসব কর্মী বর্তমানে চীনে অবস্থান করছেন তাদের বাড়িতে বসেই কাজ করতে বলেছে ফেসবুক। প্রতিষ্ঠানটির মুখপাত্র বলেন, আমাদের কর্মীদের স্বাস্থ্য ও সুরক্ষার কথা মাথায় রেখে আমরা এই পদক্ষেপ নিয়েছি।

আরো পড়ুন-গাংনীতে চুরি করতে গিয়ে হাতেনাতে চোর আটক, পুলিশে সোপর্দ

অতিরিক্ত মোবাইল ব্যবহারে যৌনজীবনে যে ক্ষতি !

অতিরিক্ত মোবাইল ব্যবহারে আপনার যৌনজীবনে খারাপ প্রভাব ফেলতে পারে। এমনটাই দাবি করেছে একদল গবেষক। সম্প্রতি একটি গবেষণায় উঠে আসছে মোবাইল ফোন দেখার ধরনের ওপর নির্ভর করছে আপনার যৌন জীবন। এমনকি আপনার উচ্চতাও নির্ভর করে ফোন দেখার ধরনের ওপরই।

আপনি আপনার মোবাইল বা অন্যান্য ডিভাইসগুলো কীভাবে দেখেন তার ওপরেই নির্ভর করে যৌনজীবন ও উচ্চতা। অর্থাৎ কীভাবে ঘাড় বাঁকা করে রাখছেন সেটাই ঠিক করে এই দুটি বিষয় ! আর এর গুরুতর প্রভাব পড়ছে আপনার যৌনজীবনে। পাশাপাশি জন্ম নিচ্ছে নানান শারীরিক অসুস্থতাও।

বিজ্ঞান বিষয়ক একটি জার্নাল ‘ক্লিনিকাল অ্যানাটমিতে’ প্রকাশিত হয়েছে একটি নয়া গবেষণা। সেখানেই বলা হয়েছে আরকাসস বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকরা ইলেক্ট্রনিক সরঞ্জাম ব্যবহারের সময় ঘাড় এবং মাথা বেঁকিয়ে রাখার নানা ভঙ্গি নিয়ে কাজ করেছেন। সেখানেই ধরা পড়েছে এই বিষয়টি।

কী কী ক্ষতি হতে পারে ?

১) ল্যাপটপ বা ডেস্কটপের পরিবর্তে বেড়েছে মোবাইলের ব্যবহার , পাশাপাশি এই বিষয়টির সঙ্গে পাল্লা দিয়েই বেড়েছে ঘাড় বাঁকা করে রাখার ধরনও। আর তাতেই জাঁকিয়ে বসেছে বিপদ। গভীর প্রভাব পড়ছে আপনার যৌনজীবন ও উচ্চতার ওপরে।

৩) নারীরা এবং কম উচ্চতার ব্যক্তিরা একটু ভিন্নভাবে নিজেদের ঘাড় বেঁকিয়ে মোবাইল বা অন্য সামগ্রী ঘাঁটেন। যা নারীদের ঘাড়ে ও মাথায় ব্যথা হওয়ার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কারণ।

৪) মোবাইল বা ট্যাবলেট ঘাঁটার সময় বেশ খানিকক্ষণ একইভাবে ঘাড় নিচু করে বা বেঁকিয়ে রাখার ফলে গলা ও মাথার সংযোগস্থলে , ঘাড়ে এবং কাঁধের অংশ অনেকাংশে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। দীর্ঘমেয়াদি ব্যথাও সৃষ্টি হয় এর ফলে।

আরো পড়ুন -আমঝুপি মাদরাসায়ে আবু বকর সিদ্দীক (রা :) গরীব কৃতি শিক্ষার্থীদের মাঝে বৃত্তি প্রদান

করোনাভাইরাসের ঝুঁকি এড়াতে খাবার দিচ্ছে রোবট

করোনা ভাইরাসের ঝুঁকিতে থাকা ব্যক্তিদের কাছে ‘লিটল পিনাট’ নামের রোবটের মাধ্যমে খাবার পাঠানো হচ্ছে। হাংঝু প্রদেশের এক হোটেলে রোবটটির কার্যক্রমের ভিডিওতে দেখা যায়, রোবটটি শেলফ থেকে খাবার নিয়ে দরজায় দরজায় পৌঁছে দিচ্ছে।

খাবার দেয়ার সময় রোবটটি বলছে, খাবার উপভোগ করুন। আর যদি অন্য কোনো কিছুর প্রয়োজন হয় তবে হোটেল কর্মীদের উইচ্যাটে ম্যাসেজ করুন। রোবটটি ১৬তলা হোটেলের প্রতিটি তলাতেই কাজ করছে। ‘লিটল পিনাট’ এর উপরের অংশে আছে ডিসপ্লে, নিচে আছে চাকা ও মাঝে আছে খাবারের শেলফ।

সিঙ্গাপুর থেকে হাংঝু যাওয়ার ফ্লাইটে যাত্রী ছিলেন ৩৩৫। এদের মধ্যে ২ জনের জ্বর শনাক্ত হলে ভাইরাসটির বিস্তার ঠেকাতে পুরো ফ্লাইটের যাত্রীদের হোটেলটিতে রাখা হয়। এখন পর্যন্ত প্রাণঘাতী করোনা ভাইরাসে ১৭০ জনের মৃত্যু হয়েছে।

বর্তমানে সারা বিশ্বে এ ভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা ৬ হাজারের বেশি। এ ভাইরাসটি চীনের বাইরে অস্ট্রেলিয়া, কম্বোডিয়া, কানাডা, ফ্রান্স, জার্মানি, আইভরি কোস্ট, জাপান, মালয়েশিয়া, নেপাল, সিঙ্গাপুর, দক্ষিণ কোরিয়া, শ্রীলঙ্কা, তাইওয়ান, থাইল্যান্ড, ভারত, যুক্তরাষ্ট্র ও ভিয়েতনামে ছড়িয়েছে।

আরো পড়ুন- চীনে করোনাভাইরাস আক্রান্তদের নিয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা

কৃষিকাজে ব্যবহার হচ্ছে রোবট

বর্তমানে ২০ ধরনের রোবট তৈরির ব্যাপারে ভর্তুকি দিয়ে সহায়তা করছে জাপানের সরকার, যেগুলো কৃষিকাজের নানা পর্যায়ে সহায়তা করতে পারবে। নানা ধরনের ফসলের বীজ বপন থেকে শুরু করে ফসল সংগ্রহের কাজ করছে।

শুধু স্ট্রবেরি নয়, শ্রমিকের অভাব পূরণ করতে উন্নত বিশ্বে টমেটো, আপেল, কমলা লিচুসহ বিভিন্ন ধরনের সবজি ও ফল চাষে ব্যবহার হচ্ছে কৃষি রোবট।
জমির মাটি তৈরি, বীজ বপন, আগাছা পরিস্কার গাছ থেকে সবজি ও ফল উত্তোলন, ভোক্তার দুয়ারে তা পৌছানোর কাজও করছে রোবট। ২০১৩ সাল পযন্ত ৮শ ১৭ মিলিয়ন ডালারের রোবট বিক্রি হয়েছে। যা ২০২০সাল নাগাত পৌছাবে ১৬.৩ বিলিয়ন ডলারে।

চাহিদা বাড়ায়, কৃষি রোবট তৈরিতে এগিয়ে এসেছে বিখ্যাত রোবট প্রস্তুতকারী এ্যাব, কুকা এবং ইয়াসকাওয়া। নিয়মিত তৈরি করছে কৃষি রোবট।

খামারের উৎপাদন ব্যয় কমানোর জন্য তারা জ্বালানী তেলের পাশাপাশি সৌরশক্তি দিয়েও চালনা করছে রোবট। ব্যবহারর বাড়ানোর পাশাপাশি গুরুত্ব দিতে হবে রোবট।

আরো পড়ুন-জনপ্রতিনিধিদের আচরণ জনমুখী হতে হবে

মোবাইল দিয়েই সারবে সিসিটিভি’র কাজ

মোবাইল দিয়ে যে সিসিটিভির কাজ চালানো যায়, তবে বিষয়টি জানা নেই অনেকের। ঘর নিরাপদ রাখতে অনেকে বাড়িতে সিসিটিভি লাগিয়ে থাকেন। এখন বাড়িতে আর বাড়তি খরচ করে সিসিটিভি লাগাতে হবে না। মোবাইল দিয়ে সারতে পারবেন এ কাজ।

এমন কিছু অ্যাপ রয়েছে, যার মাধ্যমে আপনি এসব সুফল পেতে পারেন। গুগল প্লে স্টোর থেকে এসব অ্যাপ ডাউনলোড করে সহজেই বাড়িতে নজর রাখতে পারবেন। সেজন্য বেশি না, অল্প কিছু পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে।

যেমন, ফোনে ওয়াইফাই অন রাখুন ও মেনিথিংক ডাউনলোড করে নিন। এবার বাইরে বসে লাইভ স্ট্রিমে বাড়ির ছবিও দেখতে পাবেন ও শব্দও শুনতে পারবেন। দ্বিতীয়ত, আলফ্রেড ডিআইওয়াই সিসিটিভি হোম সিকিউরিটি ক্যামেরা। অ্যান্ড্রয়েড ও আইওএস - দুই ধরনের ফোনেই সাপোর্ট করে এই অ্যাপ। অল্পদিনে বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে অ্যাপটি। মাত্র তিন মিনিটেই অ্যাপটি সেট করে বাইরে থেকে ঘরের হালহকিকত দেখতে ও শুনতে পারবেন।

নির্মাতা প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের নিত্য নতুন স্মার্টফোন দিয়ে প্রযুক্তি প্রেমীদের চমকে দিতে মরিয়া। কথা বলা, ভিডিও, ছবি, সময় দেখা ও অডিও রেকর্ড ও ইন্টারনেট ব্যবহার সবই হচ্ছে মোবাইল দিয়ে।

আরো পড়ুন - মেহেরপুরের ফুটপাত দখলমুক্ত করার ঘোষনা - দুইদিনের আল্টিমেটাম

অপারেটরদের নতুন সিম কোড দিচ্ছে না বিটিআরসি, বাড়ছে জটিলতা

দেশের শীর্ষ তিনটি মোবাইল অপারেটকে দ্বিতীয় সিম নম্বর বণ্টন পরিকল্পনার ক্ষেত্রে ব্যাপক কঠোর অবস্থানে রয়েছে টেলিকম নিয়ন্ত্রক সংস্থা বিটিআরসি। আগের অনুমোদনে সিম বিক্রিতে তাদের যে বরাদ্দ ছিল, তা একেবারেই শেষ হওয়ার পথে।

সরকার যখন ডিজিটালকরণের দিকে উদ্যম নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে, তখন এই বিস্ময়কর অবস্থান মানুষের যোগাযোগের ওপর প্রভাব পড়বে বলে মনে করেন সংশ্লিষ্টরা।

প্রতিটি নম্বর পরিকল্পনায় ১০ কোটি সিম বরাদ্দের কথা রয়েছে। অর্থাৎ এক একটি নম্বর কোডে এই সংখ্যক সিম বিক্রি করতে পারবে অপারেটররা।

দেশের প্রধান মোবাইল অপারেটর গ্রামীণফোন ০১৭ কোড নিয়ে তার যাত্রা শুরু করে। কিন্তু এই কোডের সব সিম বিক্রি হয়ে যাওয়ার পর ২০১৮ সালের অক্টোবরে ০১৩০ ও ০১৩১ কোডে সিম বিক্রির অনুমোদন নেয়।

এ দুটি কোডে এক কোটি সিম বিক্রির অনুমোদন রয়েছে। গ্রামীণফোনকে সম্প্রতি বরাদ্দ দেয়া দুটি কোডের সব সিম বিক্রি হয়ে গেছে। কিন্তু তাদের নতুন করে নম্বর কোড দিতে অস্বীকার করছে টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ সংস্থা বিটিআরসি।

গ্রামীণফোনের প্রধান নির্বাহী ইয়াসির আজমান বলেন, নিয়ন্ত্রক সংস্থার কাছ থেকে অনুমোদন না পেলে আগামী দুয়েক সপ্তাহের মধ্যে গ্রামীণফোনের আর কোনো সিম বাজারে পাওয়া যাবে না।

গ্রামীণফোনের প্রধান কার্যালয় জিপি হাউসে তিনি সাংবাদিকদের বলেন, তাদের হাতে যত সিম ছিল; তার সবই বিক্রি হয়ে গেছে। এখন নতুন করে অনুমোদন না পেলে আগামী এক সপ্তাহ পর বাজারে আর কোনো সিম দিতে পারব না।

যাই হোক, গত বছরের ডিসেম্বর পর্যন্ত এই মোবাইল অপারেটররের সক্রিয় গ্রাহক সংখ্যা সাত কোটি ৬৪ লাখ।

গ্রামীণফোন তাদের পুরনো ০১৭ কোডের দশ কোটি নম্বর বিক্রি করার পর ২০১৮ সালের সেপ্টেম্বরে ০১৩ নম্বর কোড থেকে আরও দুই কোটি সিম বিক্রির অনুমোদন পায়। এর সবই বিক্রি হয়ে গেছে।

এছাড়া ২০১৮ সালের অক্টোবরে ০১৪০ কোডে এক কোটি সিম বিক্রির অনুমোদন দেয়া হয়েছিল আরেক অপারেটর বাংলালিংককে।

এর আগে ০১৯ কোডের সিম সব বিক্রি হয়ে যায় তাদের। কাজেই তারাও বিটিআরসির কাছ থেকে নতুন অনুমোদন পাচ্ছে না।

এদিকে নতুন করে দুই কোটি সিম বিক্রির অনুমোদন চাচ্ছে বাংলালিংক। ইতিমধ্যে ০১৪০ কোডে ৩৯ লাখ ২০ হাজার ও ০১৯-এ এ পর্যন্ত পাঁচ কোটি ১০ লাখ সিম বিক্রি করেছে তারা।

০১৮ কোড সিরিজ দিয়ে যাত্রা শুরু করে রবি। এতে তাদের বরাদ্দের সব সিম বিক্রি হয়ে গেছে। কিন্তু ২০১৬ সালে এয়ারটেলের সঙ্গে একীভূত হওয়ার সময় ০১৬ নম্বরটিও পায় তারা, যাতে তাদের ১০ কোটি সিম বিক্রির অনুমোদন ছিল।

কিন্তু ০১৬ কোডে নতুন সিম বিক্রি করতে রবিকে বারণ করেছে বিটিআরসি। শুধু তা-ই না, যেসব সিম মাসের পর মাস অব্যাবহৃত থেকে যাচ্ছে, সেগুলোকেও নবায়ন করতে পারছে না এই অপারেটর।

রবি-এয়ারটেল একীভূত হওয়ার সময় একটি শর্তারোপ করে নিয়ন্ত্রণক সংস্থা বলেছিল, পরবর্তী দুই বছরে রবি ০১৬ কোডটি ব্যবহার কারতে পারবে। এ সময়ের মধ্যে সব ০১৬ কোডকে ০১৮-তে রূপান্তরিত করতে হবে।

বছর দুয়েক পর বিটিআরসিকে রবি জানায়, সব ০১৬-কে ০১৮-তে রূপান্তরিত করা সম্পূর্ণভাবে অসম্ভব। এতে বর্তমান এয়ারটেল গ্রাহকরা বিপাকে পড়ে যাবেন। পরে ০১৬ কোডটি ব্যবহারে নিয়ন্ত্রক সংস্থার কাছে অনুমোদন চায় রবি।

বিটিআরসির নথি অনুসারে, গত বছরের জুন নাগাদ ৯ কোটি ৩২ লাখ সিম বিক্রি করে দেশের দ্বিতীয় বৃহৎ মোবাইল অপারেটরটি। সে সময়ে তাদের চার কোটি ৭৬ লাখ সিম সক্রিয় ছিল।

এসব নম্বরের মধ্যে দুই কোটি ৯২ লাখ বিক্রি হয়েছিল ০১৬ থেকে, আর গত বছরের জুন পর্যন্ত যার এক কোটি ৪৪ লাখ সক্রিয় ছিল।

বিটিআরসির চেয়ারম্যান জহুরুল হক বলেন, রবির একীভূত হওয়ার শর্তের ক্ষেত্রে আমাদের কিছুই করার নেই। এটা আদালতের নির্দেশ, আমরা তা বদলাতে পারবো না।

তবে এয়ারটেল নম্বর রবিতে রূপান্তরিত করার ক্ষেত্রে প্রযুক্তিগত প্রতিকূলতার কথা স্বীকার করে নিয়েছেন তিনি।

জহুরুল হক বলেন, যখন হাইকোর্টের মাধ্যমে এই একীভূত হওয়ার সিদ্ধান্ত নিষ্পত্তি হয়েছে, দুই পক্ষই তা মেনে নিয়েছে, কাজেই এখন তা আদালতের নির্দেশের অংশ। আমরা তা মানতে বাধ্য। একীভূত হওয়ার সময় এই সমস্যার বিষয়টি দেখানো উচিত ছিল রবির।

তিনি আরও বলেন, এয়ারটেল নম্বরটি যথাসম্ভব ব্যবহার করতে চায় রবি। কাজেই তাদের এই সংকট ইচ্ছাকৃত তৈরি।

কিন্তু রবির দাবি , যেহেতু এয়ারটেল তাদের লাইসেন্স থেকে ০১৬ কোডটির বরাদ্দ পেয়েছিল , তাই একীভূত হওয়ার অংশই ছিল এটি।

সফল একীভূতকরণ নিশ্চিত করতে মালয়েশিয়া এক্সিয়াটার মালিকানাধীন অপারেটরটি পাঁচ হাজার চারশ কোটি টাকা বিনিয়োগ করেছিল। সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়াতে কর্তৃপক্ষও এমনটি বিবেচনায় নিয়েছিল বলে তারা জানায়।

বিটিআরসিকে পাঠানো চিঠিতে রবি জানায় , যেহেতু দুটি অপারেটরকে অতিরিক্ত কোড বরাদ্দ দেয়া হয়েছে , সেহেতু রবিকেও দুটি কোড দেয়া দরকার। সেই ভিত্তিতে ০১৬ নম্বর কোডটিও চালু রাখতে চায় তারা।

তবে গ্রামীণফোন ও বাংলালিংকের ক্ষেত্রে বিটিআরসির সন্দেহ , চলমান কোডগুলোতে তাদের বহু নম্বর এখনো খালি রয়েছে।

মোবাইল টেলিকম অপারেটরস অব বাংলাদেশের (অ্যামটব) মহাসচিব এসএম ফরহাদ বলেন , সম্ভাব্য গ্রাহকদের জন্য অপারেটরদের নতুন নম্বর না দেয়ার মধ্যে কোনো লাভ নেই। অপারেটরদের নতুন নম্বর কোড দিলে লোকজনের যোগাযোগ ও বাংলাদেশের ডিজিটাল উচ্চাকাঙ্ক্ষায় ইতিবাচক প্রভাব পড়বে।

তিনি বলেন , আমাদের ভুলে গেলে চলবে না , দেশের অর্ধেক সংখ্যক মানুষ এখনো মোবাইল যোগাযোগের আওতার বাইরে।

ফরহাদ জানান , সরকার ফাইভ -জি উন্মুক্ত করতে যাচ্ছে। যেটা মূল আকর্ষণ হচ্ছে ইন্টারনেট অব থিংস বা আইওটি। এই সেবাকে কাজে লাগাতে গ্রাহকদের একাধিক সিম দরকার পড়বে।

কম্পিউটার বা স্মার্টফোন নয় কিন্তু ইন্টারনেটে যুক্ত – সাধারণভাবে এমন যন্ত্র ইন্টারনেট অব থিংস (আইওটি)।

সুত্র -যুগান্তর

আরো পড়ুন -আমঝুপি মাদরাসায়ে আবু বকর সিদ্দীক (রা :) গরীব কৃতি শিক্ষার্থীদের মাঝে বৃত্তি প্রদান

নিরাপদ থাকুন ফেসবুকে

যুক্তিগত তথ্য সুরক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সচেতনতা তৈরি এবং অনলাইনে ব্যক্তিগত গোপনীয়তার বিষয়টি সুরক্ষার অধিকার নিশ্চিত করাই এ দিবস পালনের মূল লক্ষ্য।

এ দিবস উপলক্ষে বিশ্বব্যাপী তথ্যপ্রযুক্তি সংগঠনগুলো ব্যাপকভাবে সোচ্চার ছিল। বিশ্ব প্রাইভেসি দিবসে নতুন ফিচার নিয়ে এলো ফেসবুক। নতুন এ ফিচারে ব্যবহারকারী যেসব ওয়েবসাইট, অ্যাপ ও দোকান ভিজিট করেছেন সেই তালিকা দেখা যাবে।

নতুন ফিচার ব্যবহার করে এই ট্র্যাকিং বন্ধ করা ও সব ট্র্যাকিং তথ্য ডিলিট করে দেয়ার সুবিধা রয়েছে। এর আগে এসব সুবিধার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন ফেসবুকপ্রধান মার্ক জুকারবার্গ। নতুন ফিচারে সে কথা রাখলেন তিনি।

ফেসবুক জানিয়েছে, ব্যবহারকারী কোনো অ্যাপ অথবা ওয়েবসাইট ভিজিট করলে বিভিন্ন টুল ব্যবহার করে সেই তথ্য ফেসবুকের সঙ্গে শেয়ার করতে পারে কোম্পানিগুলো। এ তথ্য ব্যবহার করে আপনাকে সঠিক বিজ্ঞাপন দেখান হয়। এ টুল ব্যবহার করার আগে গ্রাহককে সতর্কবার্তা দেয় কোম্পানিগুলো।

কী কী থাকছে নতুন এ ফিচারে: ১। ফেসবুক সেটিংস ওপেন করে ‘ইওর ফেসবুক ইনফরমেশন’ সিলেক্ট করুন। ২। এবার ফেসবুক মেন্যু থেকে ‘অফ ফেসবুক অ্যাকটিভিটি’ সিলেক্ট করুন। ৩। এর পরে স্ক্রিনে আপনার তথ্য ডিলিট করার উপায় ভেসে উঠবে। ৪। এ স্ক্রিনের উপরে আপনি যে অ্যাপ ও ওয়েবসাইট ব্যবহার করেছেন সেই আইকন চলে আসবে। আইকনে ট্যাপ করে সম্পূর্ণ লিস্ট ওপেন করতে পারবেন।

৫। এবার বিগত ১৮০ দিন আপনি যেসব অ্যাপ ও ওয়েবসাইট ব্যবহার করেছেন

সেই তালিকা চলে আসবে। ‘ক্লিয়ার হিস্ট্রি’ সিলেক্ট করে এ তথ্য মুছে ফেলতে পারবেন। ৬। ডান দিকে ‘ম্যানেজ ফিউচার অ্যাকটিভিটি’ থেকে ভবিষ্যতের ট্র্যাকিং বন্ধ করতে পারবেন। ৭। এই অপশন বন্ধ করে দিলে ভবিষ্যতে ফেসবুক আপনার তথ্য সেভ করবে না।

উল্লেখ্য, ১৯৮১ সালে ইউরোপের সংগঠন ‘কাউন্সিল অব ইউরোপ’ কনভেনশন ১০৮ স্বাক্ষরের মধ্য দিয়ে বিশ্বে প্রথম এ দিবস পালন শুরু হয়। প্রতিবছর দিবসটি বিশ্বব্যাপী পালিত হয়। এবার দিবসটি উপলক্ষে বিশ্বব্যাপী নানা কর্মসূচি পালন করা হয়। যুক্তরাষ্ট্রের সানফ্রান্সিসকো শহরে আন্তর্জাতিক সেমিনারের আয়োজন করে।

কাউন্সিল অব ইউরোপ এবং সাইবার সিকিউরিটি অ্যান্ড ইনফর্মেশন সিস্টেম অ্যানালাইসিস সেন্টার (সিএসআইএসি) এ বছর দিবসটির মূল প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করেছে ‘পারসোনাল ইনফর্মেশন ইজ লাইক মানি - ভ্যালু ইট, প্রটেক্ট ইট।’ বাংলায় যার অর্থ দাঁড়ায় - ‘ব্যক্তিগত তথ্য টাকার সমতুল্য। একে মূল্য দিন, রক্ষা করুন।’

যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক ন্যাশনাল সাইবার সিকিউরিটি অ্যালায়েন্স এ বছর দিবসটি পালন উপলক্ষে বিশ্বব্যাপী প্রচারের কর্মসূচি হাতে নিয়েছে। তাদের প্রচারের স্লোগান হচ্ছে - ‘ব্যক্তিগত তথ্য নিয়ন্ত্রণ করুন।’

সুত্র -যুগান্তর

আরো পড়ুন -গাংনীতে ইয়াবাসহ ১জন আটক

গুগল আপনার তথ্য নিচ্ছে, নিরাপদ থাকতে যা করবেন

প্রতিদিনই বিভিন্ন প্রয়োজনে আমরা গুগলের সেবা নিচ্ছি। আর এসব সেবার মাধ্যমেই আমাদের তথ্য সংগ্রহ করছে। ভারতের প্রযুক্তিবিষয়ক সংবাদমাধ্যম গেজেটস নাউ এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানিয়েছে।

প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, কোনো ব্যক্তি যদি অ্যান্ড্রয়েড

স্মার্টফোন ও কম্পিউটারে ক্রোম ব্রাউজার ব্যবহার করেন, তা হলে খুব সম্ভবত গুগল আপনার প্রত্যেকটি পদক্ষেপ সম্পর্কে জানে।

প্রতিবেদনে আরও জানা যায়, গুগল প্লে-স্টোর থেকে আমরা অনেক কিছু ডাউনলোড করি। সেসব তথ্য ও কম্পিউটারে কোন ওয়েবসাট ব্যবহার করছে তার বিস্তারিত তথ্য গুগলের কাছে রয়েছে। আর গুগল অ্যাসিস্ট্যান্টের মাধ্যমে আপনি যেসব সহযোগিতা নেন তাও গুগল অ্যাকাউন্টে সংরক্ষিত থাকে।

তবে গুগল আপনার সম্পর্কে কী তথ্য সংগ্রহ করছে, সেগুলো আপনি দেখতে পাবেন। এমনকি গুগল যেন পরে আর আপনার সম্পর্কে কোনো তথ্য সংগ্রহ করতে না পারে, সেই ব্যবস্থাও গ্রহণ করতে পারবেন।

আসুন জেনে নিই তথ্য নেয়া থেকে গুগলকে বিরত রাখবেন যেভাবে-

১. প্রথমেই আপনার কম্পিউটার থেকে জিমেইলে প্রবেশ করুন। ডানপাশের ওপরের কোণে থাকা প্রোফাইল পিকচারে ক্লিক করুন।

২. এর পর ‘ম্যানেজ ইওর অ্যাকাউন্ট’ নামের অপশনে ক্লিক করতে হবে। এ সময় পুরো জিমেইল সেটিংস নতুন একটি ট্যাবে খুলবে।

৩. এবার ‘প্রাইভেসি অ্যান্ড পারসোনালাইজেশন’ অপশন থেকে ‘ম্যানেজ ইওর ডাটা অ্যান্ড পারসোনালাইজেশন’ অপশনে যান। সেখানে ‘অ্যাক্টিভিটি কন্ট্রোল’ সেকশনে ‘ওয়েব অ্যান্ড অ্যাপ অ্যাক্টিভিটি’ সেকশন পাবেন।

৪. এই সেকশনটিই গুগলের বিভিন্ন সাইট ও অ্যাপে আপনার তথ্য সংরক্ষণ করে। ‘প্রাইভেসি অ্যান্ড পারসোনালাইজেশন’ অপশনে আপনি লোকেশন হিস্ট্রি ও ইউটিউব হিস্ট্রিও পাবেন।

৫. গুগলকে এসব তথ্য সংগ্রহ করা থেকে বিরত রাখতে প্রত্যেকটির ‘সুইচ’ অফ করে দিতে হবে। এগুলো অফ না করলে গুগল আপনার সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের কাজ চালিয়েই যাবে।

সুত্র-যুগান্তর

দুই সপ্তাহ পর থেকে মিলবে না জিপি সিম

আগামী দুই সপ্তাহ পর থেকে বাজারে গ্রামীণফোনের সিম (০১৭ ও ০১৩ নম্বর সিরিজ) পাওয়া যাবে না বলে জানিয়েছেন প্রতিষ্ঠানটির নবনিযুক্ত প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) ইয়াসির আজম।

সোমবার গ্রামীণফোনের প্রধান কার্যালয় জিপি হাউজে মতবিনিময়কালে তিনি সাংবাদিকদের এ কথা জানান।

ইয়াসির আজমান বলেন, গ্রামীণফোনের যেসব সিম বাজারে রয়েছে তা এক থেকে দুই সপ্তাহের মধ্যে শেষ হয়ে যাবে। ফলে বাজারে গ্রামীণফোনের সিম (০১৭ ও ০১৩ নম্বর সিরিজ) পাওয়া যাবে না। আমাদের হাতে কোনো সিম নেই। খুচরা বিক্রেতাদের হাতে কিছু সিম রয়েছে। সেগুলো শেষ হয়ে গেলে বাজারে আর সিম পাওয়া যাবে না।

তিনি আরও বলেন, গ্রাহকদের চাহিদা মেটাতে প্রতিদিন গ্রামীণফোন ৫০,০০০ হাজার সিম বাজারে ছাড়ে। গ্রামীণফোন তাদের পুরনো ০১৭ কোডের দশ কোটি নম্বর বিক্রি করার পর ২০১৮ সালের সেপ্টেম্বরে ০১৩ নম্বর কোড থেকে আরও দুই কোটি সিম বিক্রির অনুমোদন পায়। এর সবই বিক্রি হয়ে গেছে।

তবে নিয়মিত সিম বিক্রি হলেও অনেক সিমই আবার বন্ধ হয়ে যায়। তবে সিম রিসাইকেলের (পুরনো বন্ধ সিম নির্দিষ্ট সময় পর বিক্রির জন্য রেডি করা) জন্য বিটিআরসির অনুমতি পাওয়া যাচ্ছে না।

সিম রিসাইকেলের বিষয়ে তিনি জানান, বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশনের বেঁধে দেয়া নিয়মানুসারে কোনো সিম টানা ৯০ দিন একবারের জন্যও ব্যবহার না হলে সেটি অকার্যকর গ্রাহক হিসেবে বিবেচনা করা হয়। আর টানা ১৫ মাস যদি সংযোগটি বন্ধ থাকে তাহলে সেই সিমটি নতুন করে বিক্রি সুযোগ পায় অপারেটররা।

সুত্র   -যুগান্তর